ISSN : 2250-1886

সাহিত্য ও সংস্কৃতি বিষয়ক গবেষণাধর্মী
রেফার্ড ও পিয়ার-রিভিউড পত্রিকা

অষ্টম সংখ্যা
জুলাই ২০২২

সম্পাদক
ড. বিশ্বজিৎ রায়
ড. বিপ্লব কুমার সাহা

HARIT

A Peer-reviewed Research Journal on Literature and Culture
ISSN 2250 -1886
8th Issue, July, 2022
Edited by :
Dr. Biswajit Ray
Dr. Biplab Kumar Saha

হরিৎ

সাহিত্য ও সংস্কৃতি বিষয়ক গবেষণাধর্মী রেফার্ড ও পিয়ার-রিভিউডপত্রিকা
আই.এস.এস.এন ২২৫০-১৮৮৬
অষ্টম সংখ্যা, জুলাই, ২০২২

সম্পাদক
ড. বিশ্বজিৎ রায়
ড. বিপ্লব কুমার সাহা

পত্রিকা লোগো : নিখিলেশ রায়

প্রকাশক : হরিৎ প্রকাশনী

অক্ষর, সামগ্রিক বিন্যাস ও মুদ্রণ : শ্রীকান্ত নাথ
অনন্যা প্রিন্টিং ওয়ার্কস
সোনারপুর, কলকাতা - ৭০০১৫০, ফোন - ৬২৮৯৫০২৮৯৮

বিনিময় মূল্য : ₹ ২৭৫/-

যোগাযোগ :
ড. বিশ্বজিৎ রায়, ৮৯১৮৭১৪৫৯২, ড. বিপ্লবকুমার সাহা, ৯৮৩২৫৪৯৩২৬,
ড. মৃদুল ঘোষ, ৯৭৪৯৩৫৬৩৯৬, অমরচন্দ্র রায়, ৯৬৪১৭১৬৩০০,
রঞ্জিত রায়, ৬২৯৫৮২৩২১৮
E-mail : haritpatrika@gmail.com

SCAN AnyScanner

সূচী

সম্পাদকীয় ৭

মালঞ্চ : মনস্তত্ত্বের উন্মোচন ও সম্পর্কের সীমারেখা
অপূর্ব পাহাড় ৯

মহিলা চা শ্রমিকদের সামাজিক অবস্থা: প্রসঙ্গ ডুয়ার্স
অভিজিৎ রায় ২৬

গোপাল হালদারের একদা: পুনঃপাঠের দর্পণে
অমিত দাস ৩২

'মুম' ও 'দিদিমাসির জিন' : সত্তার থেকে যাওয়ার গল্প
ঋতুপর্ণা দে তরফদার ৪০

বিজয় গুপ্তের বেহুলা ও কৃত্তিবাসের সীতা – তুলনামূলক পাঠ
দীপঙ্কর মল্লিক ৪৮

মৃগাঙ্ক ভট্টাচার্যের 'জাদুনগরী' ও অশোক কুমার গঙ্গোপাধ্যায়ের
'সুমনের অসুখ' গল্পে পরিবেশ প্রসঙ্গ
দিলীপ হাজরা ৫৮

রবীন্দ্র-নাটকে জীবনের জয়গান: সমাজ-বাস্তবতার দৃষ্টিতে
ড. পবিত্র রায় ৬৬

জলপাইগুড়ি জেলার সাহিত্যচর্চা
ড. বিশ্বজিৎ রায় ৭৬

তিন ঔপন্যাসিকের রচনায় লোকসংস্কৃতির উপাদান : নিম্নবর্গীয় মানুষের কথকতা
নুনম মুখোপাধ্যায় ৯৪

'মেঘের পর রোদ' : জীবন স্রোতে ফেরা
প্রলয় মন্ডল ১০৬

বাংলাছড়া : সমাজভাবনা
প্রভাতচন্দ্র সরকার ১১১

ISSN : 2250-1886

তিন ঔপন্যাসিকের রচনায় লোকসংস্কৃতির উপাদান : নিম্নবর্গীয় মানুষের কথকতা

নুনম মুখোপাধ্যায়
গবেষক, কোচবিহার পঞ্চানন বর্মা বিশ্ববিদ্যালয়

বিংশ ও একবিংশ শতকের বাংলা কথাসাহিত্যে মানুষ তার সামগ্রিক জৈবনিক স্বত্ত্বাটিকে নিয়ে উপন্যাসের পটভূমিতে অবতীর্ণ। প্রেম, প্রণয়, থ্রিলার কিংবা সামাজিক সমস্যামূলক যেকোনো রচনাতেই মানুষের আবেগ অনুভূতি বিশেষ গুরুত্ব পেয়েছে। ব্যতিক্রম ঘটেনি লোকায়ত উপন্যাসগুলির ক্ষেত্রেও। আধুনিক কথাসাহিত্যে লোকউপন্যাসগুলি মূলত লোক উপাদানে ভরপুর এক একটি সমাজকে অবলম্বন করে গড়ে উঠেছে। যে সমাজে চিন্তা, চেতনা, ভাষা, পোশাক, ধর্ম সবটাতেই লোকসাংস্কৃতিক অনুষঙ্গের ছাপ স্পষ্ট। সেই সমাজের কথা সমকালের তিন জনপ্রিয় ঔপন্যাসিকের কলমে মানবতার চিরায়ত অভিষেকে লোক সমাজকে কতখানি ভাস্বর করে তুলতে পেরেছে তা প্রমান সাপেক্ষ।

অভিজিৎ সেনের 'বিদ্যাধরী ও বিবাগী লখিন্দর' উপন্যাসটির সূচনা ঘটেছে একটি পঞ্চায়েতের দৃশ্যের মধ্য দিয়ে, যেখানে দেখা যায় মায়নোমতি এবং তার স্বামী রাজকিশোর এসেছে বিচার চাইতে। দুজনের পৃথক অভিযোগ থাকলেও তাদের চিন্তাস্রোত- পুত্র বালা লখিন্দরকে ঘিরেই আবর্তিত হয়েছে। বালাকে পুত্র হিসাবে পেতে যথেষ্ট কসরত করতে হয়েছে মায়নোমতিকে। বস্তুত সন্তানের কামনা বাসনার সঙ্গে লোকসংস্কৃতির একটি নিবিড় যোগ আছে। এমনই অনেকগুলি ব্রত পাওয়া যায় যেগুলি পুত্র সন্তানকে কামনা করে পালন ও উদযাপন করা হয়ে থাকে। সমাজ ভেদে সন্তানের কামনা যুক্ত পালনীয় আচার-আচরণগুলির পার্থক্য লক্ষ করা যায়। বেশ কিছু লোকবিশ্বাস ও সংস্কারও এর সাথে যুক্ত আছে। কামনাজনিত আচার আচরণের মধ্যে মানত করা, দণ্ডী খাটা, ফল-মূল, মিষ্টান্ন পুজো দেওয়া, চুল দান, নিজের শরীরকে নানা ভাবে অত্যাচার বা কৃচ্ছসাধনের মাধ্যমে দেবতার কৃপা প্রার্থনার বহু নিদর্শন গ্রাম বাংলার ঘরে ঘরে লক্ষ করা যায়। মায়নো প্রথমে ভায়োরের কালীর কাছে হত্তে দিয়ে বাঞ্ছানুরূপ ফল না পেয়ে শ্রাবণ সংক্রান্তিতে মঙ্গলার বিষহরির থানে মানত করেছে এবং জলে কাদায় দু ক্রোশ পথ দণ্ডী কেটে সেই মানত রক্ষা করেছে। মায়নো :

"জিভ কেটে দুহাতে রক্ত ধরে সে দেবীকে নৈবেদ্য দিয়েছে। চুল কেটে দিয়েছে চামরের জন্য।স্তন কেটে রক্ত দিয়েছে প্রদীপের তৈলাধারে।"[১]

এই পদ্ধতিতেই সে বালাকে সন্তান হিসাবে লাভ করেছে। সুতরাং লখিন্দর তার মানতের সন্তান। মা বিষহরির বরপুত্র। সন্তানের জন্য মায়নো পালন করেছে বহু